বন্ধন২২

নবম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা-১৩৪৩

বন্ধন২২

নবম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স

সম্মানীয় রেক্টর ও অনুষদ সদস্যদের সাথে আমরা

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা-১৩৪৩

বন্ধন২২

সভাপতি

ড. মো: ছাদেক হোসেন

সদস্য

মো: রেজাউল করিম

মোহাম্মদ আলী

রমিছা জাহান

ড. মো: শাফায়েত হোসেন

প্রকাশনায়

নবম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স ২০১৬

প্রকাশকাল

ডিসেম্বর ২০১৬

ডিজাইন ও মুদ্রণ

মহানগর প্রিন্টিং প্রেস

৭৮ কাজী নজরুল ইসলাম এ্যাভিনিউ, ফার্মগেট

ঢাকা

০১৯১২ ৮০৪৮৫২

রেক্টর
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা।

বাণী

আমি জেনে আনন্দিত যে, নবম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ তাঁদের প্রশিক্ষণের স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখতে একটি স্যুভেনির প্রকাশ করতে প্রয়াসী হয়েছে।

পেশাগত জীবনে দক্ষতা অর্জনের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিপিএটিসি এ কোর্সের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের জ্ঞান, দক্ষতা ও নৈতিকতা অর্জনের দিকে ধাবিত হতে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে। আমি মনে করি বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণার্থীদের দক্ষ, কর্মনিষ্ঠ, নিবেদিত-প্রাণ ও দেশপ্রেমিক কর্মকর্তা হিসেবে গড়ে তুলবে। শুধু স্মৃতি রোমন্থনই নয় বরং দেশসেবা ও জাতি গঠনে এ স্যুভেনির হোক আন্তসম্পর্কের সেতুবন্ধন।

পরিশেষে সকল কর্মকর্তার ভবিষ্যত কর্ম ও ব্যক্তিজীবন সফল ও সুন্দর হোক, এ প্রত্যাশা করি। সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

আ,ল,ম, আবদুর রহমান এনডিসি
রেক্টর

কোর্স উপদেষ্টা

৯ম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা।

বাণী

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পরিচালিত নবম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপ্তি ক্ষণে স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের বিপিএটিসিতে স্বল্পকালীন অবস্থানের স্মৃতি ভবিষ্যতে স্মরণ করিয়ে দিতে এই স্মরণিকাটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গ হিসেবে কাজ করবে।

প্রশাসনকে গতিশীল, যুগোপযোগী, জনমূখী এবং নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। এ কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদেরকে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন নীতির সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তা বাস্তবায়নের পদ্ধতি সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা প্রদানের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও ইতিবাচক মনোভাবের দ্বারা কোর্সে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্য-আয়ের দেশে উন্নীত করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবেন বলে আমার বিশ্বাস।

প্রকাশিত স্মরণিকার মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাগনের মাঝে আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক আরো দৃঢ় হবে এবং তা দাপ্তরিক কার্য সম্পাদনেও সহায়ক হবে বলে আমি আশা করি। আমি সকল অংশগ্রহণকারীর সর্বাঙ্গীন কল্যাণ ও সাফল্য কামনা করছি।

বণিক গৌর সুন্দর
কোর্স উপদেষ্টা

সভাপতি

স্যুভেনির কমিটি

নবম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স ২০১৬

বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা

অভিব্যক্তি

বিপিএটিসি'র সবুজ-শ্যামল চত্বরে নবম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের স্মৃতিকে ধরে রাখার নিমিত্ত বিপিএটিসি কর্তৃপক্ষ ও প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দকে স্যুভেনির কমিটির পক্ষ থেকে অভিনন্দন । সুন্দর ও নির্মল পরিবেশে নবম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সময় অতিদ্রুতই কেটে গেল । এ স্বল্প সময়ে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে তৈরি হয়েছে এক নিবিড় সম্পর্ক ও গড়ে উঠেছে বন্ধুত্ব । স্যুভেনিরটি এ বন্ধুত্বের সেতু বন্ধন হয়ে থাকবে ।

'বন্ধন২২' নবম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা । প্রশিক্ষণ ক্লাস, পরীক্ষা, এ্যাসাইনমেন্ট, শরীরচর্চা, খেলাধূলায় ব্যস্ত ও চঞ্চল সময়ের সোনালী মূহুর্তগুলো ও বিজয়ের মাসকে স্মরনীয় করে রাখতেই আমাদের এ ছোট্ট প্রয়াস ।

আমি আশা করি প্রশিক্ষণার্থী প্রত্যেক বন্ধুই প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে স্ব স্ব অবস্থান থেকে নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও দৃঢ়তার সাথে কাজ করে স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার মাধ্যমে বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করবেন ।

কোর্স ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি । পাশাপাশি স্যুভেনির কমিটির সকল সদস্যের প্রতি রইল আমার আন্তরিক মোবারকবাদ ।

ড. মোঃ ছাদেক হোসেন

কোর্স ব্যবস্থাপনা টিম

বণিক গৌর সুন্দর
কোর্স উপদেষ্টা

মো: শফিকুল হক
কোর্স পরিচালক

এম আরিফুর রহমান পিএইচডি
কোর্স সমন্বয়ক

মো: জুয়েল রানা
কোর্স সমন্বয়ক (সংযুক্ত)

ড. মো: মিজানুর রহমান
কোর্স সমন্বয়ক

স্বাধীনতা বলতে ভাল কাজ করার স্বাধীনতাকে বুঝায় উচ্ছৃঙ্খলতাকে নয়-জেফারসন

স্যুভেনির কমিটি

ড. মো: ছাদেক হোসেন
সভাপতি

মো: রেজাউল করিম
সদস্য

রমিছা জাহান
সদস্য

ড. মো: শাফায়েত হোসেন
সদস্য

মোহাম্মদ আলী
সদস্য

মেস কমিটি

মো: গোলাম সরওয়ার
সভাপতি

মো: মাহফুজার রহমান
সদস্য

মো: মহিউদ্দীন মিয়া
সদস্য

ছালমা আক্তার
সদস্য

রহিমা বেগম
সদস্য

বান্দা যতক্ষণ নামাজে থাকে ততক্ষণ নেকী তার মাথার উপরে ঝরতে থাকে-তিরমিযী

সাংস্কৃতিক কমিটি

মোরশেদা হাই
সভাপতি

মোঃ আব্দুস সালাম
সদস্য

মোসাঃ ইশরাত জাহান
সদস্য

মোঃ মখফার উদ্দিন খোকন
সদস্য

শিপ্রা দত্ত
সদস্য

ক্রীড়া কমিটি

এ এম ইমদাদুল ইসলাম মিনা
সভাপতি

আজম উদ্দীন তালুকদার
সদস্য

মুহাম্মদ আছাদুজ্জামান
সদস্য

মোহাম্মদ আলী
সদস্য

মো: রেজাউল করিম
সদস্য

যখনই আপনি অবসর পান তখনি ইবাদতের জন্য পরিশ্রমে লেগে যান-আল ইনশেবাহ

পরিবেশ কমিটি

শরীফ মোহাম্মদ তারিকুজ্জামান
সভাপতি

মো: মাহফুজার রহমান
সদস্য

মো: মহিউদ্দীন মিয়া
সদস্য

মোছা: দেলোয়ারা খাতুন
সদস্য

রমিছা জাহান
সদস্য

মোরশেদা হাই
সদস্য

বিভিন্ন কমিটির গ্রুপ ছবি

স্যুভেনির কমিটি

মেস কমিটি

নিশ্চয় নামাজ মানুষকে লজ্জাজনক ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে-আল কোরআন

সাংস্কৃতিক কমিটি

ক্রীড়া কমিটি

পরিবেশ কমিটি

ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা সকল যুগে ও সকল মানুষের ধর্ম অর্থাৎ বিশ্বজনীন ধর্মরূপে গণ্য-জর্জ বানার্ড শ

বাংলাদেশঃ অপার সম্ভাবনায়ময়

এসকেএল ফার্ম মালিকের সাথে আমরাঃ মৌলভীবাজার

মংলা সমুদ্র বন্দর

করমজলঃ সুন্দরবন

ওয়াচ টাওয়ারঃ সুন্দরবন

সুন্দর বনের পথেঃ পশুর নদী

ষাটগম্বুজ মসজিদঃ নির্মাণ শৈলীতে বিস্ময়

প্রশিক্ষণার্থীদের পরিচিতি

নাম : **মোঃ গোলাম সরওয়ার**
পদবি : সহকারী সচিব
কর্মস্থল : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
বর্তমান ঠিকানা : ১০৭/১-এ মনেশ্বর রোড, ঝিগাতলা, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: মৌটুপী, পো: ২ নং বাগানবাড়ি
উপজেলা: মতলব উত্তর, জেলা: চাঁদপুর
রক্তের গ্রুপ : AB^{+ve}
মুঠোফোন : ০১৮১৯ ১৪৬৭২১
ই-মেইল : sarwarmost1965@gmail.com
প্রিয় ব্যক্তিত্ব : মা
প্রশিক্ষণর অনুভূতি : প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে খুবই আনন্দিত ।

নাম : **মোঃ আব্দুস সালাম**
পদবি : সহকারী সচিব
কর্মস্থল : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
বর্তমান ঠিকানা : ১৭৩ গ্রীন রোড, ষ্টাফ কোয়ার্টার্স. ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: দেশলাপাড়া, পো: শিতলাই
উপজেলা: পবা, জেলা: রাজশাহী
রক্তের গ্রুপ : A^{+ve}
মুঠোফোন : ০১৫৫২ ৩০৭৭১৮
ই-মেইল : mdsalam1967@yahoo.com
প্রিয় ব্যক্তিত্ব : আমার প্রিয় "মা"
প্রশিক্ষণের অনুভূতি : প্রশিক্ষণের অনুভূতি অত্যন্ত আনন্দদায়ক । পূর্বে এমন প্রশিক্ষণের সুযোগ হয়নি ।

প্রশিক্ষণার্থীদের পরিচিতি

নাম	:	**মো: মাহফুজার রহমান**
পদবি	:	সহকারী সচিব
কর্মস্থল	:	বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
বর্তমান ঠিকানা	:	৩০/১বি আজিমপুর গভ: কলোনি, আজিমপুর, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রাম: শাহবাজপুর, পো: হুয়াকুয়া উপজেলা: সোনাতলা, জেলা: বগুড়া
রক্তের গ্রুপ	:	O+ve
মুঠোফোন	:	০১৭৬১ ১৩০৩২৯
ই-মেইল	:	mahfuz.pd1966@gmail.com
প্রিয় ব্যক্তিত্ব	:	বাবা-মা
প্রশিক্ষণের অনুভূতি	:	সমগ্র চাকুরি জীবনে এধরনে প্রশিক্ষণের সুযোগ হয়নি। প্রশিক্ষণে সর্বদা আনন্দে ছিলাম।

নাম	:	**মো: মহিউদ্দীন মিয়া**
পদবি	:	সহকারী সচিব
কর্মস্থল	:	পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
বর্তমান ঠিকানা	:	ম্যাক খান ভিলা, ১১৭ পশ্চিম শেওড়াপাড়া, মিরপুর-২ ঢাকা-১২১৬
স্থায়ী ঠিকানা	:	ম্যাক খান ভিলা, ১১৭ পশ্চিম শেওড়া পাড়া মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
রক্তের গ্রুপ	:	B+ve
মুঠোফোন	:	০১৯১৭ ০৫৮৩৫৫
ই-মেইল	:	mohimia1964@gmail.com
প্রিয় ব্যক্তিত্ব	:	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
প্রশিক্ষণের অনুভূতি	:	প্রশিক্ষণের দিনগুলি আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

প্রশিক্ষণার্থীদের পরিচিতি

নাম : **মো: রেজাউল করিম**
পদবি : হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
কর্মস্থল : প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৭১-৭২ ইস্কাটন, ঢাকা
বর্তমান ঠিকানা : ৭১-৭২ ইস্কাটন, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: কালুপাড়া, পো: গৈলা, উপজেলা: আগৈলঝড়া
জেলা: বরিশাল
রক্তের গ্রুপ : A^{+ve}
মুঠোফোন : ০১৭৮১ ৪১৪০৩৬
ই-মেইল : acofficer@probashi.gov.bd
প্রিয় ব্যক্তিত্ব : হজরত মুহাম্মদ (সা:)
প্রশিক্ষণের অনুভূতি : নিয়মানুবর্তিতা পুনরায় শিখলাম ।

নাম : **এ এম ইমদাদুল ইসলাম মিনা**
পদবি : সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও সমন্বয়)
কর্মস্থল : গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
বর্তমান ঠিকানা : ৬৩/৭ সরকারী ডি-টাইপ কলোনি, পাইকপাড়া
মিরপুর, ঢাকা-১০০০
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: চন্দনীমহল, পো: চন্দনীমহল
উপজেলা: দিঘলিয়া, জেলা: খুলনা
রক্তের গ্রুপ : B^{+ve}
মুঠোফোন : ০১৭১৫ ০০৫১২০
ই-মেইল : amimdaduli69@gmail.com
প্রিয় ব্যক্তিত্ব : হজরত মুহাম্মদ (সা:)
প্রশিক্ষণের অনুভূতি : চমৎকার পরিবেশে আনন্দের সঙ্গে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছি ।

প্রতিদিন আমাদের এমনভাবে কাটান উচিৎ, যেন আজ জীবনের শেষ দিন-সেনেকো

প্রশিক্ষণার্থীদের পরিচিতি

নাম : **মোছাঃ দেলোয়ারা খাতুন**
পদবি : সহকারী সচিব
কর্মস্থল : স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
বর্তমান ঠিকানা : ৬২জি আজিমপুর গভঃ কলোনি, আজিমপুর, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রামঃ দক্ষিণ মালতিনগর, পোঃ বগুড়া
উপজেলাঃ বগুড়া সদর, জেলাঃ বগুড়া
রক্তের গ্রুপ : B^{+ve}
মুঠোফোন : ০১৫৫৬ ৩০৬৬৮৪
ই-মেইল : delwara.62@gmail.com
প্রিয় ব্যক্তিত্ব : কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রশিক্ষণের অনুভূতি : ভদ্রতা, ডান দিক দিয়ে চলা, জগিং করা শিখলাম। অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম। প্রশিক্ষকবৃন্দ বন্ধুবৎসল।

নাম : **মোহাম্মদ আলী**
পদবি : সহকারী সচিব
কর্মস্থল : জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০
বর্তমান ঠিকানা : বাড়ি নং-৩১৫, রোড নং- ২, মিজিমিজি
সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
স্থায়ী ঠিকানা : বাড়ি নং-৩১৫, রোড নং- ২, মিজিমিজি, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
রক্তের গ্রুপ : B^{+ve}
মুঠোফোন : ০১৭১৬ ১৮৮৫৩৫
ই-মেইল : md.ali.IMEd@gmail.com
প্রিয় ব্যক্তিত্ব : মা
প্রশিক্ষণের অনুভূতি : জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রশিক্ষণ।

বেহেশতে প্রবেশ করবে না প্রতারক, কৃপন এবং যে ব্যক্তি দান করে খোঁটা দেয়-তিরমিযী

প্রশিক্ষণার্থীদের পরিচিতি

নাম	:	**মোসাঃ ইশরাত জাহান**
পদবি	:	সহকারী পরিচালক
কর্মস্থল	:	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, প্রথম বিল্ডিং, রুম নং-৫২২ খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
বর্তমান ঠিকানা	:	৫-বি/২৫, ২য় তলা, রাজিয়া সুলতানা রোড, মোহাম্মাদপুর, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রাম: নিতাইনগর, পো: পাঁচবাড়িয়া, উপজেলা: বড়াইগ্রাম জেলা: নাটোর
রক্তের গ্রুপ	:	O-ve
মুঠোফোন	:	০১৭১১ ৭৩৩২৫১
ই-মেইল	:	papriisratjahan1974@gmail.com
প্রিয় ব্যক্তিত্ব	:	বাবা, মা
প্রশিক্ষণের অনুভূতি	:	প্রশিক্ষণে এসে জানা-অজানা অনেক বিষয় স্পষ্ট হলো, সত্যিই আনন্দের।

নাম	:	**মো: মখফার উদ্দিন খোকন**
পদবি	:	সহকারী সচিব
কর্মস্থল	:	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০
বর্তমান ঠিকানা	:	৮৪/ই (ডি-১) আজিমপুর সরকারি কলোনি আজিমপুর ঢাকা-১২০৫
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রাম: চর নাজিরপুর, পো: এন পি স্কুল উপজেলা: মূলাদী জেলা: বরিশাল
রক্তের গ্রুপ	:	B+ve
মুঠোফোন	:	০১৭১৫-০৪৩৬৮০
ই-মেইল	:	mukhokonbbid@gmail.com
প্রিয় ব্যক্তিত্ব	:	শের-ই-বাংলা এ কে ফজলুল হক
প্রশিক্ষণের অনুভূতি	:	প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান যদি চাকুরি ও ব্যক্তি জীবনে কাজে লাগাতে পারি, তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করব।

যে বিদ্বান ব্যক্তিকে সম্মান করে, সে আমাকে সম্মান করে-আল হাদীস

প্রশিক্ষণার্থীদের পরিচিতি

নাম	:	**আজম উদ্দীন তালুকদার**
পদবি	:	দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক ও ভ্যাট প্রশাসন)/ সহকারী সচিব
কর্মস্থল	:	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ
বর্তমান ঠিকানা	:	বি-১/৫ রাজারবাগ সরকারি কলোনি (পল্টন থানার সাথে), রাজারবাগ, ঢাকা-১০০০
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রাম: মির্জাপুর, পো: মির্জাপুর, উপজেলা : হাটহাজারি, জেলা: চট্টগ্রাম
রক্তের গ্রুপ	:	O+ve
মুঠোফোন	:	০১৭১১ ২০৩৪৫৭
ই-মেইল	:	azamut_71@yahoo.com
প্রিয় ব্যক্তিত্ব	:	প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (স:)
প্রশিক্ষণের অনুভূতি	:	বন্ধুত্বের প্রসার।

নাম	:	**ছালমা আক্তার**
পদবি	:	সহকারী উপপরিচালক
কর্মস্থল	:	অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা
বর্তমান ঠিকানা	:	বি-১৩, জি-৬, মতিঝিল এজিবি কলোনি, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রাম: চিনিশপুর, পো: নরসিংদী সরকারি কলেজ উপজেলা: নরসিংদী সদর, জেলা: নরসিংদী
রক্তের গ্রুপ	:	A+ve
মুঠোফোন	:	০১৭১৮ ৫৬৬৭৯০
ই-মেইল	:	salmaaltaf6666@gmail.com
প্রিয় ব্যক্তিত্ব	:	বাবা
প্রশিক্ষণের অনুভূতি	:	বিপিএটিসি'র নিয়ম-কানুন, নির্মল পরিবেশে ব্যায়াম ও খেলাধূলা করা অসাধারণ। প্রশিক্ষণার্থী হতে পেরে আমি গর্বিত।

যে গরীব সে দরিদ্র নয়, যে বেশী আশা করে সেই দরিদ্র-ড্যানিয়েল

প্রশিক্ষণার্থীদের পরিচিতি

নাম : **শিপ্রা দত্ত**
পদবি : সহকারী সচিব
কর্মস্থল : স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা
বর্তমান ঠিকানা : ৪৩/৩ চামেলী বাগ, ফ্লাট নং- অ-৭, শান্তিনগর ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: চকপাড়া, পো: নেত্রকোনা
উপজেলা: নেত্রকোনা জেলা: নেত্রকোনা
রক্তের গ্রুপ : B^{+ve}
মুঠোফোন : ০১৫৫৩ ২৯৩৭৯৯
ই-মেইল : lgdmonitoring@gmail.com
প্রিয় ব্যক্তিত্ব : মা ও বাবা
প্রশিক্ষণের অনুভূতি : সুন্দর ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছি।

নাম : **রমিছা জাহান**
পদবি : সহকারী সচিব
কর্মস্থল : জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা
বর্তমান ঠিকানা : ৬/এফ ডুয়েট স্টাফ কোয়ার্টার, গাজীপুর-১৭০০
স্থায়ী ঠিকানা : ঝালকাঠি, বরিশাল
রক্তের গ্রুপ : B^{+ve}
মুঠোফোন : ০১৫৫২ ৩৪৩৩২৭
ই-মেইল : ramisajahan56@gmail.com
প্রিয় ব্যক্তিত্ব : মেয়ে: ফাহমিদা ও ফাওজিয়া
প্রশিক্ষণের অনুভূতি : প্রশিক্ষণকাল খুবই আনন্দে কেটেছে এবং মধুময় হয়েছে।

প্রশিক্ষণার্থীদের পরিচিতি

নাম : **মুহাম্মদ আছাদুজ্জামান**
পদবি : এ্যাসাইনমেন্ট অফিসার
কর্মস্থল : জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা-১০০০
বর্তমান ঠিকানা : ৩৭/১ খাজে দেওয়ান, ২য় লেন, লালবাগ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: রতনপুর, পো: ঘাটাইল, উপজেলা: ঘাটাইল, জেলা: টাংগাইল
রক্তের গ্রুপ : B^{+ve}
মুঠোফোন : ০১৭৪৯ ৪০২৪৩৮
ই-মেইল : akibhasan74@gmail.com
প্রিয় ব্যক্তিত্ব : হযরত মোহাম্মদ (সা:)
প্রশিক্ষণের অনুভূতি : পড়ন্তবেলায় বন্ধুত্বের হাতছানি ।

নাম : **মোহাম্মদ আলী**
পদবি : সহকারী সচিব
কর্মস্থল : অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০
বর্তমান ঠিকানা : ফ্লাট নং জি-৫, ক্রিস্টাল হোমস এ্যাপার্টমেন্ট ১৪ সিদ্ধেশ্বরী,ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: উত্তর চেমশা, পো: উত্তর চেমশা উপজেলা: সাতকানিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম
রক্তের গ্রুপ : O^{+ve}
মুঠোফোন : ০১৯২৬ ০৯৭৩৮১
ই-মেইল :
প্রিয় ব্যক্তিত্ব : আমার বাবা আব্দুস সালাম (মরহুম)
প্রশিক্ষণের অনুভূতি : অব্যক্ত ও অসাধারন । জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা ।

প্রশিক্ষণার্থীদের পরিচিতি

নাম : **মোঃ রেজাউল করিম**
পদবি : সহকারী সচিব
কর্মস্থল : প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০
বর্তমান ঠিকানা : বি-১২২/সি-৩ মতিঝিল সরকারি কলোনি, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: দিয়া কাদিরপুর, পো: বাঘা
উপজেলা: বাঘা, জেলা: রাজশাহী
রক্তের গ্রুপ : B+ve
মুঠোফোন : ০১৭১৬ ০৮৭৪৭২
ই-মেইল : reaulkarim117@gmail.com
প্রিয় ব্যক্তিত্ব : আমার বাবা, মা
প্রশিক্ষণের অনুভূতি : অতুলনীয়, জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় কাটালাম।

নাম : **রহিমা বেগম**
পদবি : সহকারী সচিব
কর্মস্থল : সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০
বর্তমান ঠিকানা : ৯/বি, রোড নং-২৪, বনানী, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: মধ্যশালিখা, পো: চাটমোহর
উপজেলা: চাটমোহর, জেলা: পাবনা
রক্তের গ্রুপ : O+ve
মুঠোফোন : ০১৯১৭ ২৫৭৪১১
ই-মেইল : rahima1965@gmail.com
প্রিয় ব্যক্তিত্ব : হযরত মোহাম্মদ (সা:)
প্রশিক্ষণের অনুভূতি : এ প্রশিক্ষণ আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অনুভূতি।
সবার আন্তরিকতায় অসুস্থ হয়েও সুস্থ হয়ে গেছি।

হে মুমিনগন! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্য নিষ্ঠদের সাথে থাক-আল কোরআন

প্রশিক্ষণার্থীদের পরিচিতি

নাম : **মোরশেদা হাই**
পদবি : সহকারী সচিব
কর্মস্থল : শ্রম ও জনসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা-১০০০
বর্তমান ঠিকানা : বাসা নং-১৩, রোড নং-২, সেক্টর-১৩, উত্তরা ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : "কাজী ভিলা" বাড়ি নং- ৭৯১, রোড- ঝিকিড়া উপজেলা: উল্লাপাড়া, জেলা:- সিরাজগঞ্জ
রক্তের গ্রুপ : A+ve
মুঠোফোন : ০১৭১৮ ১৮৫২৯৯
ই-মেইল : kaziflora@yahoo.com
প্রিয় ব্যক্তিত্ব : 'মা' আশরাফুন্নেছা হাই
প্রশিক্ষণের অনুভূতি : অত্যন্ত চমৎকার; খুব ভালো লেগেছে।

নাম : **ড. মো: ছাদেক হোসেন**
পদবি : উপব্যবস্থাপক (বীজ বিতরণ)
কর্মস্থল : বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষিভবন ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০
বর্তমান ঠিকানা : গ্রীণ রোড, বিএডিসি, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: সুজাবাদ, পো: মাদলা উপজেলা: শাজাহানপুর, জেলা: বগুড়া
রক্তের গ্রুপ : O+ve
মুঠোফোন : ০১৯১৫ ৪৪৮৯২৯
ই-মেইল : sadekpk71@gmail.com
প্রিয় ব্যক্তিত্ব : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
প্রশিক্ষণের অনুভূতি : সময়ের সাথে সাথে চলতে শিখলাম।

প্রশিক্ষণার্থীদের পরিচিতি

নাম : **ড. মো: শাফায়েত হোসেন**
পদবি : উপব্যবস্থাপক (বীপ্রস)
কর্মস্থল : বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষিভবন
৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০
বর্তমান ঠিকানা : ১১/এ/৮ মাদ্রাসা রোড, মোহাম্মাদপুর, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: পূর্ব সাড়ডুবী, পো: বড়খাতা, উপজেলা: হাতীবান্ধা
জেলা: লালমনিরহাট
রক্তের গ্রুপ : B^{+ve}
মুঠোফোন : ০১৭২১ ৭১৪৮১৩
ই-মেইল : shafayetbadc@gmail.com
প্রিয় ব্যক্তিত্ব : মা
প্রশিক্ষণের অনুভূতি : চাকুরি ও সংসার থেকে মুক্ত হয়ে কঠোর নিয়মকানুনের মধ্যে কিছু শিখতে পেরে বেশ ভাল লেগেছে।

নাম : **শরীফ মোহাম্মদ তারিকুজ্জামান**
পদবি : সিনিয়র প্লানার
কর্মস্থল : নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
বর্তমান ঠিকানা : ফ্ল্যাট-২গ, ২৬৩ ভাষানটেক, ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা : ৪৮৯ পূর্বচাঁদকাঠী, ঝালকাঠী
রক্তের গ্রুপ : B^{+ve}
মুঠোফোন : ০১৯১২ ১৮১৯৫৬
ই-মেইল : smtariquzzaman@yahoo.com
প্রিয় ব্যক্তিত্ব : হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সা:)
প্রশিক্ষণের অনুভূতি : এ প্রশিক্ষণ আমার চাকুরী জীবনে নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে আশা করছি।

যদি ভুল কর তবে তাহা সংশোধনের জন্য বিলম্ব করিওনা এবং লজ্জাবোধ করিওনা-কনফুসিয়াস

দৃষ্টিতে মহান বিজয় দিবস- ২০১৬

মোরশেদা হাই
সহকারী সচিব

মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার বয়স ৭ বছর। আমি যুদ্ধে যেতে পারিনি তবে বাবা-মায়ের কষ্ট দেখেছি। বাবার সরকারি চাকুরির সুবাদে আমরা পাঁচ (৫) ভাইবোন ঢাকার মতিঝিল এজিবি কলোনির ৮২/৩ নং বাসায় থাকতাম। ঠিক রাজারবাগ পুলিশ লাইনের বিপরীতেই। ছোট বেলাতেই বাবার মুখ থেকে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে অনেক গল্প শুনতাম, সবকিছুই বুঝতে পারতাম। মা আমাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের অনেক ঘটনা বলতেন। ২৫ শে মার্চ সেই ভয়াল রাতে আমরা মতিঝিল কলোনির বাসাতেই ছিলাম। সারা মতিঝিল কলোনি অন্ধকারাচ্ছন্ন। পাক-সেনারা মতিঝিল এলাকায় টহল দিচ্ছে। সেই সাথে নিরীহ নিরাপরাধ সাধারণ লোকজনকে নির্বিচারে হত্যা করছে। বাসায় বাসায় ঢুকে যুবতী মেয়েদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে এবং অত্যাচার করছে। মধ্যরাতে রাজারবাগ পুলিশ লাইন থেকে তিনজন পুলিশ এসে আশ্রয় লাভের জন্য আমাদের বাসার দরজায় জোরে কড়া নাড়ে। বাবা দরজা খুলে তাদেরকে নিয়ে এসে রান্না ঘরে আশ্রয় দেন। তারপর রাত শেষ না হতেই তারা পুলিশের পোশাক ছেড়ে কম্বল জড়িয়ে অজানা গন্তব্যে চলে যান।

ভয়াল ও বিভীষিকাময় সেইরাত নিজেই দেখে ছিলাম। তখন আমার কনিষ্ঠ ভাইটির বয়স মাত্র এক (১) মাস। ওর কান্নার আওয়াজ যেন কেউ শুনতে না পায় তাই মা তাঁকে নিয়ে খাটির নিচে শুয়ে ছিলেন। কেউ যেন ওর কান্নার আওয়াজ শুনতে না পায় মা সে চেষ্টাই করছিলেন। পরদিন ২৬শে মার্চ আমাদের বাসায় দুধওয়ালা এসে আমাদের সবাইকে নিয়ে ডেমরাতে অবস্থিত তীরমৌনি নামের এলাকায় তাদের একটি বাড়িতে নিয়ে গেলেন। বাড়িটি ছিল তালাবদ্ধ। জীবনের ঝুকি নিয়ে বাবা দীর্ঘ নয় (৯) মাস ডেমরা থেকেই নিয়মিত ৭৪, বিজয়নগর, ঢাকা ডিএফপিতে অফিস করতেন। একদিন বাবা পাক-সেনাদের মিছিল থেকে পুকুরে ঝাপ দিয়ে বেঁচে এসেছিলেন, শুনে মা'র সে'কি কান্না!

দীর্ঘ নয় (৯) মাস পর আমরা আবার সেই মতিঝিল কলোনির বাসায় ফিরে আসি। বিষয়টি চিন্তা করলেই এখনও গা শিউরে উঠে এবং খারাপ লাগে। সবাই ঐ সময় মরে যেতে পারতাম কিন্তু আল্লাহ্‌র অসীম রহমতে এখনও বেঁচে আছি। বড় হয়ে আমিও সরকারি চাকুরীতে তথ্য মন্ত্রনালয়ে যোগদান করলাম। এ মন্ত্রনালয় থেকেই সরকারে সকল প্রচার কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। আমি একটি কারণে গর্ববোধ করি যে, সরাসরি ঐতিহাসিক দিবসগুলো পালনের সব কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারি। মহান বিজয় দিবস এমনই একটি দিন। দীর্ঘ নয় মাস একটানা পাক-বাহিনী সাথে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এবং সংগ্রামের মধ্যদিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাক-শত্রুসেনাদের কাছ থেকে দেশকে মুক্ত করে বিজয়ের লাল সূর্য ছিনিয়ে আনার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে আজকের বাংলাদেশ; অর্জিত হয়েছে মহান স্বাধীনতা।

তাই জাতি হিসেবে আমরা অত্যন্ত গর্ববোধ করি এ বিজয়ের মাসে। এসব প্রসঙ্গে ছোট বেলার একটি গানের পংক্তি খুব মনে পড়ে-

"কতগুলো তারিখ আছে কোনমতেই যায়না ভোলা
ডিসেম্বরের ১৬ তারিখ এমনি তারিখ যায় যে বলা
কোনমতেই যায়না ভোলা
এই তারিখে বাইরে এলাম আগল ভেঙ্গে
বন্ধ খাঁচা মুক্ত হলো
সম্মুখ পানে সফল পায়ে এগিয়ে চলার"

সত্যিই আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছে নতুন করে যেদিন থেকে বিজয়ের মাস বাঙ্গালী জাতির অহংকারের মাস।

বাংলাদেশ হাই কমিশন নয়াদিল্লি'র প্রেস উইংয়ে আমার কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। এর মাধ্যমে দেশের বাইরে কিভাবে সকল গুরুত্বপূর্ণ দিবস, বিজয় দিবস পালন করা হয় এবং দেশের ভাবমূর্তি কিভাবে তুলে ধরা হয় তা স্বচক্ষে দেখার এবং জানার সুযোগ হয়। জাতীয় ভাবতাৎপর্যবাহী প্রতিটি দিবস গুরুত্বের সাথে পালনের মধ্য দিয়ে একটি দেশের ভাবমূর্তি ও দেশের উজ্জল ভবিষৎ বিনিমার্ণ করা সম্ভব। প্রতিবছর ৩টি পর্বে দিনটিকে পালন করা হয়। সকালের পর্বে ১০টায় বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের প্রথম ৮ লাইন বাজিয়ে পতাকা উত্তোলন, মহামান্য ও মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর বাণী পড়ে শোনানো হয়। তারপর বিশেষ মোনাজাতের মধ্য দিয়ে শেষ করা হয়। পরের পর্বে ১১টা থেকে হাই-কমিশনের মৈত্রী হলে; যেখানে উপস্থিত থাকেন বাংলাদেশের এবং ভারতের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকবৃন্দ এবং বিশিষ্ট সাংবাদিকবৃন্দ। বিকালের পর্ব ৫টা থেকে শুরু হয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে চলে প্রায় রাত ১০টা পর্যন্ত। সেখানে থাকে হাই-কমিশনে কর্মরত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং তাদের পরিবার, দেশে বসবাসরত সকল বাংলাদেশের নাগরিক, সকল শিক্ষার্থী, বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকবৃন্দ এবং ভারত বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বগণ। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শেষ হওয়া মহান বিজয় দিবসের এ দিনটি সত্যিই দেশের কথা ভেবে খুব ভালো লাগত। তখন দূরে থেকে দেশকে যেভাবে অনুভব করতাম তা বলে বা লিখে শেষ করা যাবে না। এবার ২০১৬ সালের বিজয় দিবস বাংলাদেশ সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বিপিএটিসি, সাভার ঢাকাতে বসে সরাসরি দেখতে পারব আশা করছি।

 পাপের কাজ করে লজ্জিত হলে পাপ কমে যায়; আর পূণ্য কাজ করে গর্ববোধ করলে পূন্য বরবাদ হয়ে যায়-হযরত আলী (রাঃ)।

আমরা ২২ জন

ড. মোঃ শাফায়েত হোসেন
উপব্যবস্থাপক (বীপ্রস), বিএডিসি

আমরা ২২ জন ঢাকার সাভারে
প্রশিক্ষণ চলছে MOPA'র অর্ডারে,
সুন্দর পরিবেশ অভিভূত সকলে
খেলতে মাঠে যাই প্রতিদিন বিকেলে।

কঠোর আইন আর নিয়মের বেড়াজাল
সয়ে গেছি ক'দিনে চলবে বাকী কাল,
সংসার-অফিস থেকে যদিও অবমুক্ত
লেখাপড়া পরীক্ষা হয়েছে যুক্ত।

ক্লাশ আর ক্লাশে অবসাদ ক্লান্ত
বিকেলে মাঠ থেকে ফিরি পরিশ্রান্ত,
মোবাইল ব্যবহারে আছে নিষেধাজ্ঞা
ডান দিকে হেঁটে চলি করিনা অবজ্ঞা।

প্রশাসনের শীর্ষে যদিও Rector
আমরা মেনে চলি Course Instructor,
প্রশিক্ষণে এসে মোরা হয়েছি অন্তরঙ্গ
জানি না পাবো কিনা এ সুযোগ প্রসঙ্গ।

এলোমেলো

মোঃ আব্দুস সালাম
সহকারী সচিব

আজ আমার ভাবনাগুলো
সবই যেন হয়েছে এলোমেলো,
তোমাকে খুঁজে পাবার বাসনায়
উতালা এ হৃদয়ের জানালা।

হারিয়ে ফেলেছি তোমায়
নেই জানা ঠিকানা ,
তবুও বার বার খুঁজে ফিরি
যদি বা হয় কখনও দেখা।

ক্ষণে ক্ষণে বহুদিন গেছে পেরিয়ে
স্মৃতি আজও রয়েছে অম্লান,
এ মুঠোফোনের যুগে
একবারও কি তোমার পড়ে না মনে?

না হয় একটি বার হ্যালো বলে রেখে দিতে
এটুকু কি পাওয়ার ছিল না আমার ,
বুকের মাঝে জমে থাকা কত না ব্যথা
নিষ্ফল আবেদনে চেয়ে থাকা।

আমি আজও তোমায় পারিনি ভুলে যেতে
আমার ভাবনার আকাশে সব ভাবনাই এলোমেলো,
তবুও আমি বারবার খুঁজে ফিরি তোমায়
পথ ভুল করে এসেও যদি একবার দেখা হয়।

বিপিএটিসি

ড. মোঃ ছাদেক হোসেন
উপব্যবস্থাপক (বীজ বিতরণ)
বিএডিসি

(১)
অর্কিড ঝুলছে
ফুলগুলো দুলছে!
গোলাপের রং গুলি
হাস্‌ছে হাস্‌ছে!
রঙিন নুড়িগুলি
কি যেন বলছে!
চত্বর ঝলমলে
পরিযায়ি উড়ছে।
জলে জলে মাছ গুলি
রাঁজহাস ভাসছে!

(২)
গুণী গুণী বিদ্বান
প্রত্যহ শিক্ষা দেন।
নতুন দিগন্তে
নব আলো জ্বলছে!
সাদা সাদা পোষাকে
সকালে ও বিকেলে।
নিয়ম আর বিধানে ওরা
লেখা পড়া শিখছে!
গাছ আর পাখি ভরা
বিপিএটিসি'র ক্যাম্পাস!
আলো জ্বালুক যুগ যুগ
সাবাশ বিপিএটিসি সাবাশ!

প্রকৃতির হাসি

মোছাঃ দেলোয়ারা খাতুন
সহকারী সচিব

প্রেম, প্রিয়তমের লজ্জার লাল হাসি
উদাস দুপুর রাখালের বাঁশি
প্রেম, সকালের লাল স্নিগ্ধ সিদুর
তোমার চোখে ভেসে যাওয়া বহুদুর।

প্রেম, লাল বিকেলে, তোমার গালে হলুদ
সরিষার ক্ষেত
পৃথিবীর বুকে দুর্বার ছুটে চলা আমার
তোমার মাঝেই শেষ।

প্রেম, ঐ রক্ত গোধুলীতে আলো আধারের দুষ্ট আলিঙ্গন
অধির অপেক্ষায় বসে থাকা
তোমার সাথে আমার
বেহায়া মিলন।

প্রেম, মনের ওই গোপন চাওয়া
উতলা রাতের মাতাল হাওয়া
নিদারুন খামখেয়ালী
খনিক আসা খনিক যাওয়া
শুকনো দেহে প্রাণটি পাওয়া।

আপোষ এবং সমঝোতাই জীবনকে সুন্দর করে-সিডনী স্মিথ

ইচ্ছেগুলো

রমিছা জাহান
সহকারী সচিব

ইচ্ছেগুলো ডানা মেলে
বেড়ায় উড়ে খুব
প্রজাপতি ফুল পাখি কি
থাকতে পারে চুপ?

সকালসাঁঝে স্বপ্ন মাঝে
ইচ্ছেগুলো ওই
সবুজ শাঁখে বাঁকে বাঁকে
বেড়ায় ঘুরে কই?

ইচ্ছেগুলোর ধরবে ডানা
এটাই হলো পণ
মেঘের সাথে আকাশ পানে
ছুটবে সারাক্ষণ ।

তবেই নাকি ইচ্ছেগুলোর
ডানায় করে ভর
প্রজাপতি ফুল পাখিরা
বাঁধবে সুখের ঘর ।

সোনার ছেলে আজম উদ্দীন

(মোঃ আজম উদ্দীন)
সহকারী সচিব

মির্জাপুরের সোনার ছেলে, আজম উদ্দীন তালুকদার
জনগণের স্বেচ্ছাসেবক, সালাম তারে হাজার বার ।
দেশের মানুষ হাঁটবে সুখে, সৃষ্টি করেন রাস্তাঘাট
সবাই মিলে পড়তে নামাজ, তৈয়ার করেন ঈদের মাঠ ।
স্বার্থ ছাড়া অর্থ দানে, সর্বক্ষেত্রে অল রাইট
সেবার তরে সৃষ্টি করেন, হাটহাজারীর ফোন গাইড
আলাপ করে বুঝতে পেলাম, স্বচ্ছতা তাঁর মনের ভাব ।
সহযোগিতার হাত বাড়ালো, হাটহাজারী প্রেসক্লাব
ঘৃণা করি মন্দ জনকে, প্রশংসিত যারা সৎ ।
আগামীতে হবে মোদের, এই নীতিতে চলার পথ ।
হাটহাজারীর জনগণের, কপাল হল মন্দ ভারী
স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই, নেতাশূন্য হাটহাজারী
আজম ভাই-এ করবে পূরণ, মোদের শূন্য আশা পূরণ
সেই আশাতে বাঁধিয়েছি, লক্ষ প্রাণের নতুন তোরণ
সম্পাদনে মাস্টার হাশেম, ফতেপুরে করেন বাস
সহজ ভাষায় লিখেন তিনি, হাটহাজারীর ইতিহাস ।

('হাটহাজারী উপজেলার ইতিহাস' গ্রন্থ হতে সংগৃহীত)

বিপিএটিসিতে যা নতুন দেখলাম

ড. মোঃ শাফায়েত হোসেন
উপব্যবস্থাপক (বীপ্রস), বিএডিসি

ক্লাশ রুমে Reminder Bell.
প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক প্রশিক্ষক মুল্যায়ন
শ্রেনিকক্ষে ক্লাস রুম এ্যাটেনডেন্ট
ক্লাশ শুরুর পূর্বেই প্রতিদিনের সিডিউল প্রদান
ক্যাম্পাসের রাস্তায় ডান দিক দিয়ে চলা
ক্লাশ রুমে Waste Paper বক্স
দু'টি দেওয়াল ঘড়ি ১টি ক্লাশ রুমের পিছনে যা প্রশিক্ষকের জন্য
ডরমিটরিতে রুম বয়
'টি ব্রেক' এর স্থলে Health Break
ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডে চলমান কার্যক্রম প্রদর্শন
ক্লাসরুমে মোবাইল ফোন ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা
ঘুম থেকে জাগানোর জন্য ঘণ্টা বাজানো
প্রতিদিন ভোরে PT এবং Jogging.
বাধ্যতামূলকভাবে টাই ব্যবহার (ধর্মীয়কারনে শিথিলতা)

বিদ্যা ও ধর্ম

মোঃ মাহফুজার রহমান
সহকারী সচিব

বিদ্যাহীন জীবন শূণ্য
বুদ্ধি নাহে ঘটে,
বন্ধুহীন যে দেশে
দেশ শূণ্য বটে ।

পুত্রহীন গৃহশুণ্য
অন্ধকার দেখে,
দরিদ্রের সর্বগুণ্য
সর্ব শাস্ত্রে লেখে ।

বিদ্যাই পরম বন্ধু
বিদেশে গমনে,
মাথাই গৃহের বন্ধু
রেখ সদা মনে ।

ঔষধ রোগের বন্ধু
রোগ করে ক্ষয়
অন্তিমে সবার বন্ধু
ধর্ম শুধু রয় ।

জীবন মৃত্যুর ফয়সালা আসমানে হয়, জমিনে নয়-আল কোরআন

সেই ছোট্ট মেয়ে মোনালিসা

মোঃ আব্দুস সালাম
সহকারী সচিব

অতি আদরের সেই ছোট্ট মেয়ে যার বয়স মাত্র তিন বছরের কাছাকাছি। এমন একটি ফুটফুটে মেয়ে যার ছোট ছোট পা এর পদচারণায় ঘরের প্রতিটি কোনায় যেন আদরের স্পর্শ অনুভূত হয়। যাকে দেখলে মন এমনিতেই ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে যায়, সেই সুন্দর একটি গোলাপের কুঁড়ির কথা বলছি।

মোবাইল প্রযুক্তি তাকে অনেক দূর যেন এগিয়ে নিয়ে গেছে। মোবাইলের সংস্পর্শে বিড়াল নিয়ে খেলা করা তার যেন নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ। অফিসের কাজের শত ব্যস্ততার ফাঁকে যেন মন ছুটে যায় সেই প্রিয় মেয়েটির মুখের আব্বু নামের কণ্ঠস্বর শোনার ব্যাকুলতায়। জীবনের সকল চাওয়া-পাওয়ার হিসেবটি যেন এ জায়গায় মিলন সূত্রে বাঁধা পড়ে গেছে। মনের মাঝে প্রশান্তির সুর যেন জায়গা করে নেই আর অবচেতন মনে ভেবে নিই আমার কি প্রয়োজন আর কি নেই?

জীবনের সকল চাওয়া-পাওয়া যেন পূর্ণতা পেয়ে যায়। তার ছোট ছোট বায়নাগুলোর আবেদন যেন নতুন মাত্রায় রেখাপাত করে যায়। দীর্ঘ ৪৫টি দিন তাকে ছেড়ে দূরে আছি ঠিকই কিন্তু মনে হয় সে যেন সার্বক্ষণিক আমার অন্তর আত্মা ও রক্ত কণিকার সঙ্গে একাকার হয়ে মিশে আছে। দুপুরে নামাজ আর খাবারের ফাঁকে যখন আমার সেই প্রিয় আত্মাটিকে মোবাইলে হ্যালো বলি তখন সে আমকে জিজ্ঞাসা করে এবং বলে "সকালে তুমি ভাত খেয়েছ তো"? আমার বড়ই ভালো লাগে সকাল আর দুপুরের পার্থক্যটা তার কাছে।

যাই হোক না কেন আমার 'মা' যদি জীবিত থাকতেন তাহলে হয়তো নিশ্চয় এ খবরটায় নিতেন আমি ঠিকমত খেয়েছি কিনা বা আমি কেমন আছি? আমার অজান্তেই যেন চোখ দু'টো জলে ভিজে যায়। আমার আর সেই ছোট্ট মেয়ের প্রশ্নের জবাব দেয়া হয় না। আমার মনে হয় আমি তার চেয়ে বড় অসহায় কারণ 'মা নামের মধুর ডাকটি আমার আর কোন দিন ডাকা হবে না'। তাই সবার প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ শত ব্যস্ততার মাঝে হলেও 'মা বাবাকে' ভুল করে কখনও যেন ভুলে না যাই।

মানুষের সাথে তাদের বুদ্ধি পরিমাণ কথা বল-হযরত আলী (রাঃ)

মুক্তিযুদ্ধের কিছু স্মরণীয় ঘটনা

রহিমা বেগম
সহকারী সচিব

২৫ শে মার্চ ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাক বাহিনীর আক্রমনের পূর্বাভাস পেয়ে আমাদের পরিবারের সবাই আত্মগোপনে চলে যাই। মিরপুর-১১ নম্বরে দাদার নিজস্ব বাড়ীতে আমরা একত্রে বসবাস করতাম। আমার বাবা-মা তিন ভাইকে নিয়ে নানা বাড়ী চলে যান। নানা জয়দেবপুর গান ফ্যাক্টরীতে চাকুরী করতেন, কোয়ার্টারে থাকতেন। আমি তখন খুব ছোট, বয়স ৬/৭ হবে। কিছু কিছু স্মৃতি মনে আছে। দাদা-দাদি চাচা ফুফুরা দাদীর ভাইয়ের বাসা টিপু সুলতান রোডে চলে আসেন। আমি, চাচির মা বোনদের সাথে বুড়িগঙ্গা নদীতে নৌকা দিয়ে পার হয়ে কেরানীগঞ্জ গ্রামের মধ্যে পালিয়ে যাই। সারাদিন কোন খাওয়া দাওয়া নাই। বাসা থেকে সকালে বের হবার সময় চাচী একবাটি রাতের ঠান্ডা ভাত সংগে নিয়েছিল । নৌকায় বসে সেই ভাত বের করে দেখে তা কিছুটা নষ্ট হয়েছে। পরে পানি দিয় ধুয়ে তাকে পান্তা ভাত তৈরি করা হয় । তারমধ্যে কোন সালুন নেই এমনকি লবণও সঙ্গে নেই। এক নৌকা মানুষ ১/২ নলা করে মুখে দিয়ে পানি খেলো। আমাকেও সেই ভাত ২ নলা খেতে বললে, আমি বললাম, না খেয়ে মরে যাব তবু নুন ছাড়া পান্তা ভাত খেতে পারব না। যা হোক কেরানীগঞ্জে কার বাসায় উঠে ছিলাম জানি না।

সেখানে কিছুদিন থাকার পর মিলিটারি হামলা করল। আগে থেকেই পুরুষরা আত্মগোপন করা জন্য বাংকার তৈরী করে রেখেছিল। মিলিটারি আসার শব্দ পেয়ে আমরা দৌড়ে পালিয়ে গেলাম দল বেধে। গ্রামকে গ্রাম আগুন জ্বলছে। মন খারাপ জীবনের ভয়ে বেঁচে থাকার জন্য সে কি করুণ পরিস্থিতি! সবাই বাংকারের সন্ধান পেয়ে তাতে লুকিয়ে থাকলাম। মিলিটারি কাউকে না পেয়ে চলে গেল। পুনরায় সেই বাসায় ফিরে আসলাম। আমার ছোট মনে চিন্তার উদয় হতে লাগলো। কতদিন বাবা-মা, দাদা-দাদিদের দেখি না, তারা কেমন আছে জানি না। মন খুব খারাপ থাকতো। নিজের কাছের কেউ নেই। চাচির আত্মীয় স্বজনদের মাঝে থাকছি। মাঝে মাঝে গোপনে কাঁদতাম। কিছু করার ছিল না, নিয়তির নির্মম পরিহাস মেনে নিতে বাধ্য হয়েছি। দাদি ছোট বেলা থেকেই আমাকে নিজের কাছে রেখে মানুষ করার চেষ্টা করেছেন। তাই দাদির প্রতি ভালবাসা একটু বেশীই ছিল। সে সময়ে ফোন, মোবাইল কিছুই ছিল না। একজন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঢাকায় এসে খোঁজ নিয়ে গেছে কে কোথায় অবস্থান করছে। তার কিছু দিন পরে আমাকে দাদির কাছে পৌছে দেয়া হ'ল। শান্তি পেলাম। এর কিছু দিন পর বাবা-মা চলে এলেন। আমাকে কোলে নিয়ে জড়িয়ে অনেক কান্নাকাটি করলেন। দাদির ভাইয়ের বাসায় বেশকিছু দিন থাকার পর গেন্ডারিয়া এলাকায় একটি বাসা ভাড়া করে আমরা চলে এলাম। যুদ্ধের সময় সবাই প্রায় বেকার তাই খাওয়া দাওয়া খুব কষ্ট হত। আমার সেজ চাচা মিরপুরের বাড়ি পাহারা দিচ্ছিল। খবর পেলাম বেশ কিছু লোক এসে আমাদের বাড়ি ভেঙ্গে সমস্ত মালপত্র লুট করে নিয়ে গেছে এবং চাচাকে জবাই করে হত্যার চেষ্ঠা করেছে। আমার চাচা প্রাণে বাঁচতে পাশের বাসায় লুকিয়ে পড়ে। পরে চাচার কাছে শুনেছি, পাশের বাসার বিহারি মালিকটি খুব ভাল ছিল।

 আশা হচ্ছে জেগে স্বপ্ন দেখার মতো-এরিস্টটল।

চাচাকে ঘরে খাটের নিচে লুকিয়ে রাখে। লুটেরা চাচাকে সেই বাড়িতে খুজতে এলে মালিক মিথ্যা বলে 'মহমিন মল্লিক হামকা ঘরমে নেহি আয়া, কিধার চুপা গিয়া হামলোক নেহি জানতা, সাচ বাত বলতা হায়'। আমার চাচা নিজ কানে শুনতে পেয়ে দোয়া দরুদ পড়তে থাকেন । পরে তারা বাড়ি লুট করে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিতে চায়। আল্লাহর বিশেষ রহমতে বাড়িটি রক্ষা পায়। দিন যায়, মাস যায়, এরপর শুরু হল বিমান হামলা। শত্রু বাহিনীর বিমান কখন উঠে একটা বোমা ছুড়ে পালায় সেই ভয়ে আকাশের দিকে চেয়ে থাকতাম। আমাদের বিমান বাহিনী টহল দিলে খুব খুশি হতাম। আব্বা, দাদা ও চাচারা রাত্রে যুদ্ধের খবর নিয়ে আলোচনা করত এবং বিবিসির খবর শুনত। আমি সেগুলি বুঝতাম না। এক পর্যায়ে ১৪ই ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী হত্যা হল তখন বুঝিনি। এখন বুঝি। এরপর ১৬ই ডিসেম্বর বিকালে পাক বাহিনীর আত্মসমর্পন ও নিয়াজির চুক্তি স্বাক্ষর খুশিতে মন নেচে উঠল। আর যুদ্ধ হবেনা। আমরা সবাই বেঁচে গেলাম। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে আমরা স্বধীনতা পেয়েছি। আমাদের জয় হয়েছে। চারিদিকে শ্লোগানে মুখরিত 'জয় বাংলা বাংলার জয়'। তারপর প্রতি বছর যখন ১৬ই ডিসেম্বর আসত, সারাদিন মাইকে গান ও শেখ মুজিবর রহমানের ভাষণ প্রচার হতো, খুব আনন্দ করতাম। ঈদ উৎসবের মত মনে হত। আমার ছোট বেলার এই স্মৃতি আজও ভুলতে পারিনি। আল্লাহর কাছে শুকরিয়া শত কোটি বার, পরিবারের জীবন হারানোর মত বেদনাদায়ক কোন ঘটনা ঘটেনি।

বাগেরহাট যাত্রা

মোঃ মহিউদ্দীন মিয়া
সহকারী সচিব

আমরা ছয় বন্ধু ২০১৬ সালের নভেম্বর মাসের শেষ নাগাদ বিপিএটিসি'র প্রশিক্ষণের অংশ হিসাবে বাগেরহাট জেলা সফর করি। সফরকালে বাগেরহাট জেলার ঐতিহাসিক নিদর্শনসমূহ: হযরত খান জাহান আলী (র) এর মাজার শরীফ পাশেই বিরাট দীঘি, ষাট গম্বুজ মসজিদ, ষাট গম্বুজের পশ্চিম পাশেও একটি বড় দীঘি, কোদলা মঠ ইত্যাদি অবলোকনের সুযোগ হয়।

ছয়শত বছর পূর্বে ১৪২০ খ্রীঃ এ এলাকায় হযরত খান জাহান আলী (র) ভারতের জৈনপুর হতে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এদেশে ধর্ম প্রচার ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা। কথিত আছে যে, হযরত খান জাহান আলী (র.) এর মাজার শরীফের পাশেই বিরাট দীঘি, সেখানে এক সময়ে কালা পাহাড় ও ধলা পাহাড় নামের কুমির আগত দর্শণার্থীদের মনের ইচ্ছা পূরণ করত। মাজার শরীফ হতে চার কিলোমিটার দুরে ষাট গম্বুজ মসজিদ। পৃথিবীর আশ্চর্য মসজিদের মধ্যে একটি। শোনা যায় যে, অলৌকিক ক্ষমতার বলে হযরত খান জাহান আলী(র) জ্বীন-পরীর দ্বারা বড় বড় পাথর এনে এ মসজিদ নির্মাণ করেছেন এবং বড় বড় দীঘি খনন করেছেন। ষাট গম্বুজ মসজিদ ও পাশের বিশাল আয়তনের পুকুরের প্রাকৃতিক অপার সৌন্দর্য উপভোগ করেছি, সন্ধ্যায় সেই সৌন্দর্য বিমূর্ত হয়ে ওঠে।

পরদিন বাগেরহাট থেকে মংলা উপজেলা এবং সুন্দরবন দেখতে যাই। জীবনে এই প্রথম দেখলাম। অপার সৌন্দযের্র লীলাভূমি বাগেরহাট, মংলা ও সুন্দরবন। তবে হ্যাঁ ঐ অঞ্চলের পানি লবণাক্ত যার ফলে ফসলাদি ভাল না হলেও চিংড়ি চাষের জন্য বিখ্যাত। চিংড়ি রপ্তানী করে ঐ এলাকার লোকজন কোটি কোটি টাকা অর্জন করছেন। পদ্মা সেতু নির্মাণের পাশাপাশি গড়ে উঠছে নতুন নতুন মিল, কল-কারখানা। মংলা যেতে রাস্তার দু'পাশে বড় বড় শিল্প কারখানা দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করছে। দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম মংলা সমুদ্র বন্দর ও রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং একটু দখিণে নয়নাভিরাম সুন্দরবন। সুন্দরবনের পাশ দিয়ে পশুর নদী খুলনার দিক থেকে প্রবাহমাণ। যেখানে গেলে আর আসতে মন চায় না।

সাগরের জোয়ার ভাটায় সিক্ত করেছে পুণ্যভুমি ও এই বাংলার অপরুপ সৌন্দর্যকে। মংলা থেকে ঢাকায় ফেরার পথেই টুঙ্গীপাড়া যেখানে শুয়ে আছেন বাঙ্গালী জাতির স্রষ্ঠা 'বঙ্গবন্ধু'; আামাদের প্রাণে দোলা দেয় আজকে আমরা এই স্বাধীন বাংলায়। স্বাধীনতার সূর্য চির অম্লান হোক ।

প্রশিক্ষণ উদ্বোধন অনুষ্ঠান

বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি জনাব আ,ল,ম, আবদুর রহমান এনডিসি, রেক্টর, বিপিএটিসি

বক্তব্য রাখছেন কোর্স উপদেষ্টা জনাব বণিক গৌর সুন্দর, এমডিএস, বিপিএটিসি

সূর্যের মতো দীপ্তিমান হতে হলে প্রথমে তোমাকে সূর্যের মতই পুড়তে হবে-এ পি জে আব্দুল কালাম।

ক্লাসের বিশেষ মূহুর্ত

সূর্যের মতো দীপ্তিমান হতে হলে প্রথমে তোমাকে সূর্যের মতই পুড়তে হবে-এ পি জে আব্দুল কালাম।

শরীর চর্চা, খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

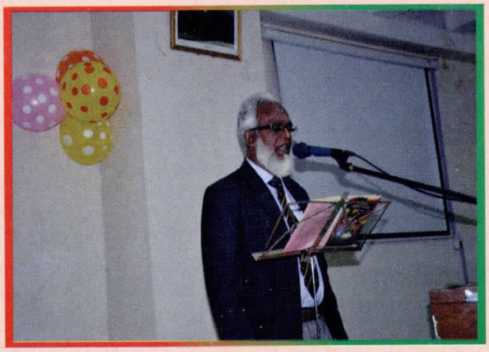

সূর্যের মতো দীপ্তিমান হতে হলে প্রথমে তোমাকে সূর্যের মতই পুড়তে হবে-এ পি জে আব্দুল কালাম।

ফুলে ভরা ক্যাম্পাস

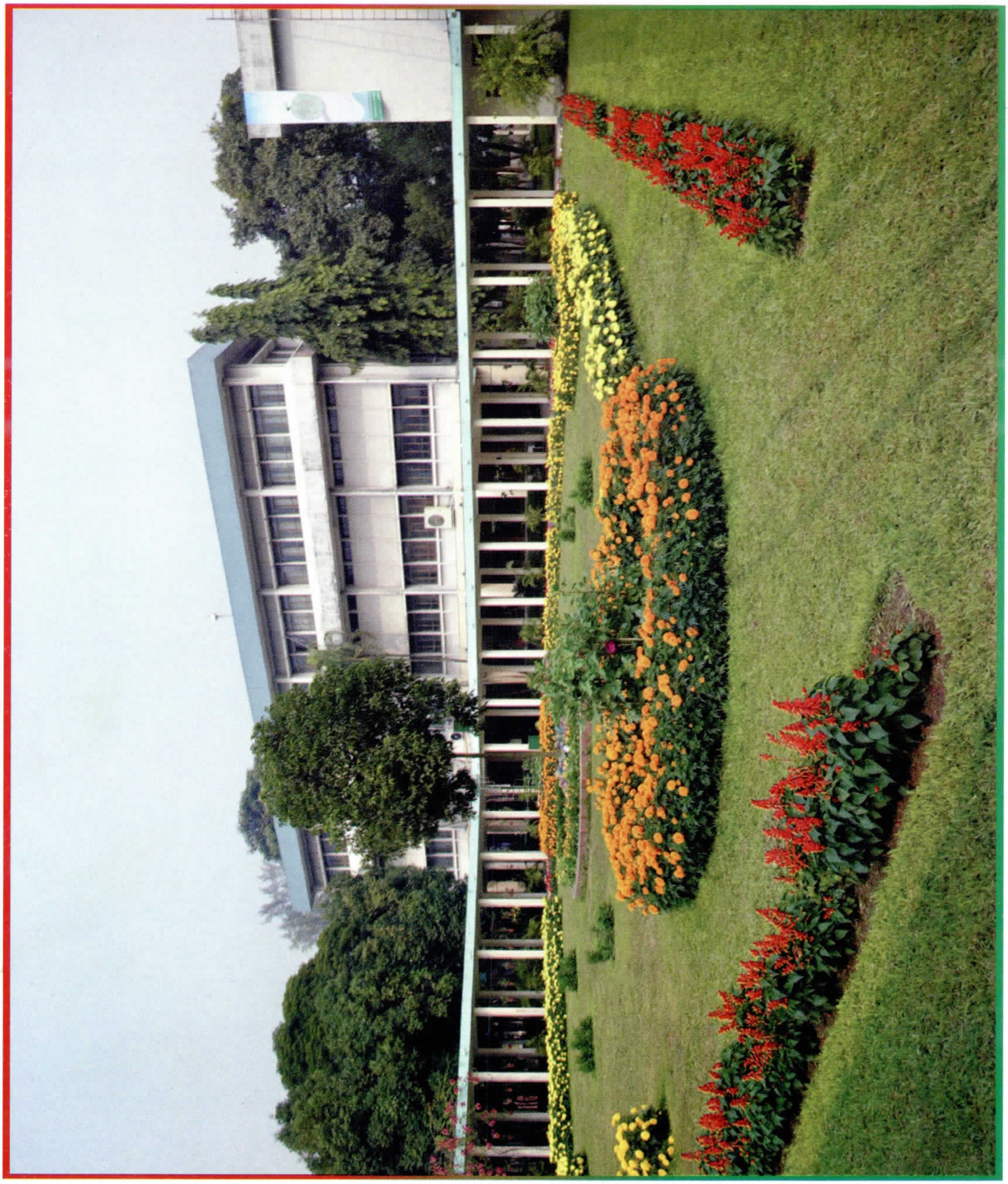

অতি পরিচয়ে দোষ আর ঢাকা থাকে না-চাণক্য